OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 551 - 555
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োগ

ড. কৌষেয়ী ব্যানার্জি
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: kausheyee.banerjee@adamasuniversity.ac.in

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা, ঐতিহ্য, শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জাতীয় শিক্ষা নীতি।

Abstract
বহু শতাব্দীর বৌদ্ধিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা (IKS) বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার প্রদান করে। জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) 2020 এর অধীনে ভারত যখন তার শিক্ষা নীতি সংস্কার করছে, তখন উচ্চশিক্ষায় IKS-এর একীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই প্রবন্ধটি আধুনিক একাডেমিক বাস্তুতন্ত্রে IKS-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য, আন্তঃবিষয়ক সমৃদ্ধি এবং সমসাময়িক প্রয়োগগুলি অন্বেষণ করে। এটি জোর দেয় যে IKS কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সাংস্কৃতিক মূলধারাকে উন্নীত করতে পারে। উপরন্তু, প্রবন্ধটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পাঠ্যক্রমের একীকরণ এবং উচ্চশিক্ষায় IKS-কে মূলধারায় আনার ক্ষেত্রে জড়িত চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করে।

Discussion

ভূমিকা - বৈদিক, বৌদ্ধ এবং মধ্যযুগীয় সময়কাল থেকে ভারতে জ্ঞান উৎপাদনের একটি দীর্ঘ এবং ধারাবাহিক ঐতিহ্য রয়েছে, যা সমসাময়িক উত্তর-ঔপনিবেশিক পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত। তবে, এই সমৃদ্ধ বৌদ্ধিক ঐতিহ্য প্রায়শই মূলধারার শিক্ষায়, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, প্রান্তিক থেকে গেছে।

> "রামায়ণ- মহাভারতকে যখন জগতের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস। এখন বিদেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে যাচাই করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে এপিক। আমরা এপিক শব্দের বাংলা নামকরণ করিয়াছি মহাকাব্য।"[১]

এই যে একটা সাধারণ ধারণা ভারতীয়দের মধ্যে কাজ করে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলেই ভারতীয় সাহিত্য তথা সঙ্গকৃতি গড়ে উঠেছে, এ বিশয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন প্রাচীন সাহিত্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা (IKS) ঐতিহ্যবাহী দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাষা এবং অনুসন্ধানের পদ্ধতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা সহস্রাব্দ ধরে স্থানীয়ভাবে বিকশিত হয়েছে। NEP 2020 IKS-এর প্রচার এবং সংরক্ষণের পক্ষে সমর্থন করার সাথে সাথে, ভারতের আধুনিক উচ্চশিক্ষার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাঠামোতে জ্ঞানের এই মূল্যবান অংশকে একীভূত করার জন্য একটি নতুন প্রস্তাব তৈরি হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ভিত্তিগুলি নীচে লিপিবদ্ধ করা হল।

১. প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং জ্ঞান ঐতিহ্য - নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা এবং বল্লভীর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চশিক্ষার বিশ্বখ্যাত কেন্দ্র ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা (আয়ুর্বেদ), জ্যোতির্বিদ্যা (জ্যোতিষ), গণিত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (অর্থশাস্ত্র), ভাষাবিজ্ঞান এবং দর্শনের মতো ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক আলোচনাকে উৎসাহিত করেছিল। নালন্দা (খ্রিস্টীয় ৫ম-দ্বাদশ শতাব্দী) চীন, কোরিয়া, তিব্বত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করেছিল। তক্ষশীলা (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী-খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দী) বেদ থেকে অস্ত্রোপচার পর্যন্ত বহু-বিষয়ক পাঠ্যক্রম প্রদান করেছিল। প্রাচীন সভ্যতার গুরুত্ব বিষয়ে বলা যায় –

> "ভবিষ্যতে যা হবার সম্ভাবনা তা নাও হতে পারে কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তা যে হয়েই গেছে তার আর সন্দেহ নাই। এবং অতি প্রাচীন সভ্যতার যে একটা বিশেষ রূপও বিষেষ ধর্ম আছে,সে কথাও অস্বীকার করা অসম্ভব...। সে মিল প্রথমত কম নয়, দ্বীতিয়ত তা ধাতুগত।"[২]

২. আদিবাসী বিজ্ঞান এবং দর্শন - ভারতীয় ঐতিহ্যগুলি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছিল :
গণিত : আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য শূন্য, দশমিক পদ্ধতি এবং বীজগণিতীয় সমীকরণের মতো ধারণাগুলিতে অবদান রেখেছিলেন।
জ্যোতির্বিদ্যা : সূর্যসিদ্ধান্ত এবং আর্যভট্টীয় সূর্যকেন্দ্রিক ধারণা এবং গ্রহ গণনা উপস্থাপন করেছিলেন।
চিকিৎসা : চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা আয়ুর্বেদ এবং অস্ত্রোপচার অনুশীলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।
দর্শন : ছয় দর্শন (ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত) অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব এবং নীতিশাস্ত্র অন্বেষণ করেছে।
প্রাচীন ইতিহাসের পুনরুত্থান বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য প্রনিধান যোগ্য; -

> "আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কারণ আজ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের মুহুমুহু প্রবল আঘাতে পুরাতন আপাত দৃঢ় ও অভেদ্য ধর্ম বিশ্বাসগুলির ভিত্তি পর্যন্ত শিথিল হইয়া যাইতেছে... যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম কেবল অজ্ঞদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, তখনই যে ভারতের অধিবাসিগণের ধর্ম জীবন সর্বচ্চ দার্শনিক সত্য দ্বারা নিয়োমিত জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"[৩]

সমসাময়িক উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা :

১. সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক উপনিবেশীকরণ - আইকেএস উপনিবেশ-পরবর্তী ভারতে সাংস্কৃতিক গর্ব এবং বৌদ্ধিক স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। শিক্ষায় এটিকে একীভূত করা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সহায়তা করে -
ক। স্থানীয় জ্ঞানতত্ত্বগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা।
খ। ঔপনিবেশিক শাসনামলে চাপা পড়ে যাওয়া আখ্যানগুলি পুনরুদ্ধার করা।
গ। আধুনিক বিজ্ঞান এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের মধ্যে সংলাপকে উৎসাহিত করা।

২. আন্তঃবিষয়ক এবং সামগ্রিক শিক্ষা - আইকেএস সামগ্রিক শিক্ষার উপর জোর দেয়, যেখানে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ পরস্পর সংযুক্ত। এই পদ্ধতিটি আন্তঃবিষয়ক আধুনিক শিক্ষাগত লক্ষ্যগুলির সাথে ভালোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন -

- বিজ্ঞান এবং মানবিকতাকে একীভূত করা (যেমন, জীববিজ্ঞানের সাথে আয়ুর্বেদ, মনোবিজ্ঞানের সাথে যোগব্যায়াম)।
- কৃষি, স্থাপত্য এবং জল সংরক্ষণের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য প্রচার করা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. স্থায়িত্ব এবং আদিবাসী উদ্ভাবন - ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় অনুশীলনগুলি স্থায়িত্ব এবং পরিবেশগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। উদাহরণ স্বরূপ -

- বাস্তুশাস্ত্র এবং মন্দির স্থাপত্য জলবায়ু-প্রতিক্রিয়াশীল নকশাকে অন্তর্ভুক্ত করে।
- ফসল ঘূর্ণন এবং জৈব চাষের মতো কৃষি অনুশীলনগুলি দীর্ঘমেয়াদী মাটির স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে।
- বস্ত্র এবং কারুশিল্পে জৈব-অবচনযোগ্য উপকরণ এবং পরিবেশ-বান্ধব প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তবায়ন :

১. নীতি সহায়তা: NEP ২০২০ - জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২০২০ IKS-কে একীভূত করার জন্য একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রদান করে -

- বহুবিষয়ক এবং উদার শিক্ষা পদ্ধতি।
- ভারতীয় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ইনস্টিটিউট (IITI) প্রতিষ্ঠা।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে IKS বিভাগ স্থাপন।
- সংস্কৃত এবং আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার জন্য সহায়তা।
- অভিজ্ঞতামূলক এবং দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর।

২. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সংস্থা - AICTE-তে ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা বিভাগ ইতিমধ্যে IKS-কে একীভূত করার জন্য প্রোগ্রাম, ফেলোশিপ এবং গবেষণা সহায়তা চালু করেছে। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় IKS-কেন্দ্রিক বিভাগ বা কেন্দ্র শুরু করেছে, যেমন -

- বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (BHU) - ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থার সেন্টার।
- IIT এবং NIT - প্রাচীন ভারতীয় গণিত, ধাতুবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যার কোর্স।
- কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় - শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের প্রচার।
- পাঠ্যক্রমিক একীকরণ : মডেল এবং উদাহরণ।

১. সংস্কৃত এবং পাঠ্য ঐতিহ্য - সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্রের উপর কোর্স (ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত) শিক্ষার্থীদের ধ্রুপদী গ্রন্থ এবং যৌক্তিক ব্যবস্থা বুঝতে সাহায্য করে, যা পশ্চিমা বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের বিকল্প ভিত্তি প্রদান করে।

২. আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক চিকিৎসা - চিকিৎসা কলেজগুলি সামগ্রিক রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধমূলক যত্ন এবং সুস্থতা বিজ্ঞানের জন্য আয়ুর্বেদিক জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তুলনামূলক অধ্যয়ন উভয় ধারাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

৩. যোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য - বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমগুলিতে যোগ এবং ধ্যানকে একীভূত করার ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা, মানসিক নিয়ন্ত্রণ এবং মনোযোগের জন্য প্রমাণিত সুবিধা রয়েছে।

৪. ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব এবং শিল্প - নাট্যশাস্ত্র, রাগ তত্ত্ব, কত্থক, ভারতনাট্যম এবং লোকশিল্প ঐতিহ্যের উপর কোর্সগুলি ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নিহিত নান্দনিক এবং পারফর্মেটিভ জ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করে।

৫. ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান এবং STEM –

- প্রাচীন ভারতীয় গণিত (যেমন, পিঙ্গলার বাইনারি সিস্টেম) শেখানো অ্যালগোরিদমিক চিন্তাভাবনাকে উন্নত করতে পারে।
- জল সংগ্রহ এবং স্থাপত্য ঐতিহ্যকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পরিবেশ বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- কেস স্টাডি এবং সেরা অনুশীলন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১. আইআইটি গান্ধীনগর - আইকেএস পাঠ্যক্রম - আইআইটিজিএন ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থায় একটি মাইনর অফার করে এবং মন্দির স্থাপত্য, ভারতীয় যুক্তি এবং প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার উপর কর্মশালা পরিচালনা করে।

২. কেরালার আয়ুর্বেদের একীকরণ - কেরালার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আধুনিক জৈব চিকিৎসা, গবেষণা এবং জনস্বাস্থ্য উদ্যোগের সাথে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষাকে সফলভাবে মিশ্রিত করেছে।

৩. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (পুনঃপ্রতিষ্ঠিত) - আন্তঃবিষয়ক বৃত্তির প্রাচীন চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ অধ্যয়ন, বাস্তুশাস্ত্র এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রোগ্রাম অফার করে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ :

শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও, আইকেএস একীভূতকরণে বেশ কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হয় -

১. অনুভূত হীনমন্যতা এবং ঔপনিবেশিক হ্যাংওভার - অনেকেই এখনও আদিবাসী জ্ঞানকে অবৈজ্ঞানিক বা পুরানো বলে মনে করেন কারণ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিমা আদর্শের সুবিধা প্রদান করে।

২. ভাষাগত বাধা - বেশিরভাগ ধ্রুপদী জ্ঞান সংস্কৃত, পালি, তামিল বা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায়, যার জন্য অনুবাদ এবং দক্ষ শিক্ষাদান প্রয়োজন।

৩. প্রশিক্ষিত অনুষদের অভাব - আইকেএস-এ খাঁটি জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব রয়েছে যারা ঐতিহ্যবাহী পাঠ্য এবং আধুনিক শিক্ষাদানের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারেন।

৪. গবেষণা এবং ডিজিটাইজেশনের প্রয়োজন - আইকেএস এখনও গবেষণার অধীন এবং দুর্বলভাবে নথিভুক্ত। ব্যাপক ডিজিটাইজেশন, ব্যাখ্যা এবং বৈজ্ঞানিক বৈধতা প্রয়োজন।

ভবিষ্যতের পথ :

১. পাঠ্যক্রম নকশা এবং শিক্ষাদান -

- IKS-এ বিভিন্ন শাখায় ভিত্তি কোর্স চালু করুন
- স্থানীয় জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করুন
- তত্ত্ব এবং অনুশীলনের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য অভিজ্ঞতামূলক এবং ক্ষেত্রভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করুন

২. সক্ষমতা বৃদ্ধি -

- IKS শিক্ষাদানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।
- দ্বিভাষিক শিক্ষার সম্পদ বিকাশ কর্রা প্রয়োজন।
- IKS পণ্ডিত এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ।

৩. গবেষণা এবং জ্ঞান সৃষ্টি -

- IKS-ভিত্তিক গবেষণা প্রকল্পের তহবিল সংগ্রহ করা।
- আন্তঃবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা।
- তাদের সম্প্রদায়ে IKS ঐতিহ্যের ছাত্র-নেতৃত্বাধীন অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করা।

৪. বৈশ্বিক সংলাপ - IKS স্থায়িত্ব, চেতনা, নীতিশাস্ত্র এবং কল্যাণ সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী একাডেমিক আলোচনায় অবদান রাখতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলির IKS বিষয়গুলিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্মেলনকে উৎসাহিত করা উচিত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপসংহার - উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থাকে একীভূত করা কেবল সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের বিষয় নয় - এটি একটি স্বনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত একাডেমিক বাস্তুতন্ত্র তৈরির দিকে একটি পদক্ষেপ। IKS শিক্ষাকে কেবল দক্ষতা-ভিত্তিক থেকে জ্ঞান-ভিত্তিক রূপান্তর করার সম্ভাবনা রাখে। ভারতের বৌদ্ধিক ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন করে এবং সমসাময়িক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমরা শিক্ষার্থীদের একটি ভিত্তিগত কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা প্রদান করতে পারি।

> "আমাদের জীবনে যে ঐক্য নেই একথাও যেমন সত্য- আমাদের মনে যে ওইক্যের আশা আছে সে কথাও তেমনি সত্য। এক ভারতবর্ষ হচ্ছে এ যুগের শিক্ষিত লোকের ইউটোপিয়া, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে গন্ধর্বপুরী।"[৪]

ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার এই সংমিশ্রণ সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, পরিবেশগত দায়িত্ব এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতাকে উৎসাহিত করতে পারে - একবিংশ শতাব্দী এবং তার পরেও অপরিহার্য মূল্যবোধ।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ১১১
২. চৌধুরী, প্রমথ, ভারতবর্ষ সভ্য কিনা, প্রবন্ধ সংরহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, নভেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ২৯৮
৩. স্বামী, বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ, কলম্বোয় স্বামীজীর বক্তৃতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ৬
৪. চৌধুরী, প্রমথ, ভারতবর্ষের ঐক্য, প্রবন্ধ সংরহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, নভেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ২৮৫

Bibliography:

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।
রামাসুব্রামানিয়ান, কে. (২০১৫), গণিত-যুক্তি-ভাষা : গণিত জ্যোতির্বিদ্যায় যুক্তি, স্প্রিংগার।
শর্মা, অরবিন্দ, ধর্মের দর্শন এবং অদ্বৈত বেদান্ত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮
রাধাকৃষ্ণন, এস. ভারতীয় দর্শন খণ্ড ১ এবং ২, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
ভি. এন. ঝা (২০১১), ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থায় অধ্যয়ন : বিষয়ভিত্তিক এবং পদ্ধতিগত সমস্যা।
AICTE ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম পোর্টাল – https://iksindia.org
পিংগ্রি, ডেভিড, ভারতে গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস, হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ।
কাপুর, দেবেশ, ভারতীয় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা: চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন, ২০১৭
সিং, এন. (২০২১), "এনইপি ২০২০-তে ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থার ভূমিকা", এডুকেশন ইন্ডিয়া জার্নাল।
"ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুনর্কল্পনা," সুধাংশু ভূষণ (সম্পা), রৌটলেজ, ২০১৯